১৩-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের অসীম সুখের প্রাপ্তি হয়েছে , সেই জন্য তোমাদের মায়ারূপী সুখের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়, সেই সুখ হল কাক-বিষ্ঠা সম সুখ"

প্রশ্ন -- বাবার সকল বাচ্চাদের প্রতি একটি মাত্র আশা রয়েছে - সেটি কি ?

উত্তর -- আমার সব বাচ্চারা ভাল ভাবে শিক্ষিত হয়ে সিংহাসনে বিরাজিত হোক অথবা বাবার কাঁধে স্থান গ্রহণ করুক । বাবা দেখেন কে কতখানি নিজস্ব সুগন্ধ সহজে ছড়াচ্ছে । বাচ্চাদের মধ্যে কোনো দুর্গন্ধ নেই তো। তাই বাচ্চাদের এমন পুরুষার্থ করা উচিত। কখনও কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কোনো উল্টো কর্ম করা উচিত নয় ।

গীত --: দুনিয়া যতই বদলে যাক আমরা বদলাবো না.....

ওম্ শান্তি । এই গানের অর্থ বাবা একটু বলে দিচ্ছেন এতে পরিবর্তনের কোনো কথা নেই । বাচ্চারা বাবাকে বলতে পারেনা যে আমরা আপনার সন্তান নই। কিন্তু কোনো কোনো সময় বদলে যায় । এমনিতে বাচ্চারা কখনও বাবার কাছে বদলায়না । বাচ্চারা তো আছেই কিন্তু তারা আত্মীয় স্বজনদের থেকে দূরে হয়ে যায়। এখন ইনি তো হলেন বেহদের বাবা। বলেন আমি পরমধামে থাকতাম । যেমন তোমরা আত্মারা এখানে এসে পার্ট করো , গৃহস্থ রূপে পরিণত হও তেমনই আমাকেও এসে গৃহস্থে পরিণত হতে হয়। এখানে সামনা-সামনি তোমরা আমাকে মাতা-পিতা বলো। ভালাই আগেও তোমরা মাতা-পিতা বলেই ডাকতে .... কিন্তু সেইসময় আমি গৃহস্থ ছিলাম না। এই সময় এসে গৃহস্থ হয়েছি। তাও আবার দুই চার জন বাচ্চার নয়। অনেক বাচ্চারা আসে যায়। ভালাই বলে আমরা বদলাবো না , কিন্তু মায়া বদলে দেয়। বাবা হলেন উঁচু থেকে উঁচু । এঁনার চেয়ে উঁচু বাবা আর কেউ নেই। সাধারণ মানুষের দেহে প্রবেশ করেছেন। বাচ্চারা জানে ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্যে পুরুষার্থ অনুসারে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। অনেকেই চলতে চলতে বদলে যায় কেননা এই হল মায়ার লড়াই। আগে তুমি মায়ার ছিলে। এখন বাবা অ্যাডপ্ট করেছেন। ঐ দিকে মায়ার সুখ , এখানে তো সেই সুখ নেই। তো মায়ার সুখ নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। এখানে তোমাদের রয়েছে গুপ্ত সুখ। জানো যে ভবিষ্যতে অসীম সুখ প্রাপ্ত হবে। এখানকার সুখের প্রতি যদি বুদ্ধি যায় তো ঐ সুখ মনে পড়তে থাকবে। শেষ সময়েও সেইসব মনে পড়বে সেইজন্য এই মায়াবী সুখের পরোয়া করবে না । গায়নও আছে এই সুখ হল কাক-বিষ্ঠা সমান। এখন তোমরা জানো যে সুখ তো আমরা সত্যযুগে প্রাপ্ত করি , সেই সুখ প্রাপ্তির জন্যে আমরা মাতা-পিতার আপন হয়েছি। বাবা নিশ্চয়ই কোনো সময়ে গৃহস্থ হয়েছেন , যার জন্যে ওনাকে মাতা-পিতা বলে ডাকা হয়। গান গায় কিন্তু বুঝতে পারেনা। এখন তোমরা জানো বেহদের বাবাও হলেন মাঁ-ও হলেন। এই মাঁ -য়ের দ্বারা অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা অ্যাডপ্ট করেছেন । এবারে প্রজাপিতা এবং শিব দুজনেই তো হলেন পিতা । পিতা তো মাতার দ্বারা অ্যাডপ্ট করবেন তাইনা । এবারে ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা .... শিববাবাকে বলবে নাকি ব্রহ্মা কে বলবে ? গায়ন তো আছেই আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স , তিনি হলেন ফাদার । তাতে মাতার প্রশ্নই নেই। গায়ন আছে - তুমি মাত-পিতা। এবারে মাতা-পিতা কিভাবে হয় , এই কথা গুলি হল ওয়ান্ডরফুল বুঝবার কথা। মানুষ কনফিউজ হয় কেননা শরীর তো মেল কিনা , সেইজন্য মাতা অ্যাডপ্ট করা হয়েছে। সে হল সরস্বতী কন্যা । কিন্তু কন্যা দ্বারা

অ্যাডপ্ট করা হয়না । ইনি মাতাও আবার পিতা ও । তিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন । তখন ব্রহ্মাকে নিজেই বলেন তুমি হলে আমার সন্তান , আমার স্ত্রীও। বরাবর বাবা এনার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেন। তো ইনি মাতা হয়ে গেলেন। তবুও বাবা বলেন তোমাদের আমাকে স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মাকে নয়। দুনিয়ায় মানুষ তো অনেক প্রকারেরই লকেট পরে। এই বাবাও হলেন সেই রকম একজন । বাবা বলেন তোমাকে নিজের সবকিছু ভুলে যেতে হবে , দেহ সহ দেহের আত্মীয় স্বজন সবাইকে ভুলে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগ লাগাও। তোমাদের জন্যে আদেশ রয়েছে আমারে স্মরণ করো। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাকে রাজযোগ শেখাই , এতে প্রেরণার কোনো কথা নেই । প্রেরণার সাহায্যে বাবা কাজ করেননা । এইসব ড্রামা অনুযায়ী হবেই । বাবার স্মরণে বিকর্ম বিনাশ সম্ভব । বাকি কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে সময় নষ্ট হয়। অন্যের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগানো মানে বাবার অমান্য করা। বাবাকে স্মরণ করতে পরিশ্রম আছে , এতেই ভুল হয়। বাবা বলেন তোমরা হলে আশিক (প্রেমিক) । চলতে ফিরতে মাশুককে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো । গায়নে ভগবানুওয়াচ আছে - মামেকম্ স্মরণ করো। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে নিজেকে আত্মা ভাবো । এই কথাটি কে বলছে? শিববাবা না শ্রীকৃষ্ণ ? কাকে স্মরণ করতে হবে? শ্রীকৃষ্ণ তো সঙ্গমে হতে পারেনা। হ্যাঁ , কৃষ্ণের আত্মা তো নিশ্চয়ই আছে। তিনিও শিখে অন্যদের শেখানথে। এই হল এক নম্বর প্রিন্স । এনার সঙ্গে আরও তো আছে কিনা , রাধেও সঙ্গে আছে। কিন্তু ফার্স্ট প্রিন্স হলেন তিনি । রাধে একটু পরে রয়েছে । প্রথমে ওঁনার নাম আছে। এইসব কতখানি গুহ্য কথা তাইজন্য বাবা বলেন মুখ্য একটি কথাই তুলে ধরো। শ্রীকৃষ্ণ গীতার গায়ন করেননি। এই কথাতেই সমস্ত বিজয় তথ্য লুকোনো আছে। একমাত্র বাবা-ই ব্রাহ্মণ , দেবতা , ক্ষত্রিয় এই তিন ধর্মের স্থাপনা করেন। প্রথমে দেবতা ধর্ম , তারপরে ইস্লামিজ্ম , বুদ্ধইজ্ম , ক্রিশ্চিয়ানিজ্ম ..... ব্যস্ অন্য ছোটো ছোটো ধর্ম অনেক আছে। সদ্গতি হয় গীতার ভগবানের দ্বারা । সর্বের সদ্গতি দাতা হলেন বাবা। সর্বের জগৎগুরু হলেন একমাত্র সদ্গুরু শিববাবা। সদ্গুরু অর্থাৎ সদ্গতি করেন যিনি । এই কথা সবাইকে ভাল ভাবে বোঝাতে পারো।

বাবার যে মুরলী বের হয় , সব স্টুডেন্টদের ভালো করে মুরলী পড়ার অধিকার রয়েছে । যাদের মুরলীর শখ থাকবে তারা তিন চারবার মুরলী নিশ্চয়ই পড়বে। মুরলী ছাড়া অন্য কিছু মাথায় আসা উচিত নয়। মুরলী যদি কেউ ৫-৮ বার ভালো করে পড়ে তবে সে ব্রাহ্মণীর চেয়েও উঁচুতে যেতে পারে। সবাইকে নিজের উন্নতি করতে হবে। বাস্তবে ব্রাহ্মণীরা হল মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। কারো যদি ভালো খাওয়া দাওয়ার দিকে মন যায় তাহলে মরণ কালে সেইসবই মনে পড়বে। এই সময় কেউ যদি কারো কাছ থেকে ব্যক্তিগত সেবা নেয়, তাহলেই খালাস । সার্ভিসে থাকলে সর্বদা ওবিডিয়েন্ট হয়ে থাকবে। যেমন জনক বাচ্চি , কখনও কারও সেবা নেয়না । কারো আবার অভ্যেস হয়ে যায় তাহলে তো আর কথাই নেই। কাপড় কাচার লোক না থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোথাও যেতে পারেনা। এতে অতিরিক্ত নবাবীপানা চলবেনা । সার্ভেন্ট রূপে সার্ভিস করতে হবে। বাবাও হলেন সার্ভেন্ট তাইনা । বলেন আমি হলাম উঁচু থেকে উঁচু , কত সাধারণ দেহে এসেছি। আমি কোনো ঘোড়া গাড়ী ইত্যাদি চাইনা। ইনি তো তবুও হলেন পিতা । বাণপ্রস্থের পরে বাচ্চাদের কর্তব্য হল বাবার সেবা করা। শিববাবার রথ তবু বাবা কোনো সেবা নেন না বাচ্চাদের কাছে। বাচ্চাদের নিজের পড়াশোনায় মন দেওয়া উচিত । নিয়মানুযায়ী পড়বে , পড়াবে তো সত্যযুগে নিয়মানুযায়ী রাজত্ব করবে। সত্যযুগে বেকায়দা কোনো কথা হয়না। প্রতিটি কথায় অ্যাকুরেট হতে হবে। আমরা বিশ্বের রাজকুমার রাজকুমারী স্বরূপে পরিণত হই তো সেই ম্যানার্স এখানেই শিখে থাকি। কৃষ্ণের

দেখো কত মহিমা - মহারাজকুমার। বাবার চেয়েও কৃষ্ণের নাম বেশী বিখ্যাত । রাধেকৃষ্ণের মাতাপিতা এত মার্কস নিতে পারেনা যত রাধেকৃষ্ণ নিয়ে থাকে। উঁচু শিক্ষা এঁনারাই প্রাপ্ত করে। সবচেয়ে বেশী মার্ক্স কৃষ্ণ নিয়ে থাকে কিন্তু জন্ম তো পুনরায় নিতেই হবে। যার কাছে জন্ম নেবে তাদের এত নামডাক হবেনা । প্রথমে নিশ্চয়ই তাঁদের মাতাপিতার জন্ম হবে। তবুও কৃষ্ণের নাম বিখ্যাত হয়। এইসব কথা হল খুবই গুপ্ত । এই হল চিট-চ্যাটের কথা। মুখ্য কথা হল নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবো। আমরা হলাম বেহদের পিতার সন্তান , আমাদের সর্ব গুণ সম্পন্ন এখানে হতে হবে। এখনও কেউ সম্পূর্ণ হয়নি । সবাই হল পুরুষার্থী । এঁনার রেজাল্ট বাবাও দেখেন - এই ব্রহ্মা সবচেয়ে উঁচুতে যাবে , তাইজন্য ফলো ফাদার বলা হয়। অন্ত সময় পর্যন্ত ফাদারকেই ফলো করতে হবে। ড্রামায় যা হয় বুঝে নেওয়া হয় যে এটাই রাইট। কোনো কথায় সংশয় উঠতে পারেনা। আত্মা মরলেও হালুয়া খেও .... তোমাকেতো মনমনাভব হয়ে থাকতে হবে। দুঃখের কোনো কথাই নেই। ড্রামায় যা হওয়ার হবে সেতো হতেই থাকবে। এই ড্রামা অনাদি রূপে নির্মিত ড্রামা । যা হওয়ার আছে তা হতেই থাকবে। বাচ্চাদের কাজ হল পুরুষার্থ করে নিজের জীবন হীরের মতন করা। কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কোনো উল্টো কর্ম করবেনা । এমন নয় যে যা ভাগ্যে আছে। পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে পুরো খবর দিতে হবে। কোনো কোনো সেন্টারের খবরই পাওয়া যায়না । অনেক সেন্টার তো চলে। কেউতো ব্রাহ্মণী ছাড়াই গীতা পাঠশালা খুলে সার্ভিস করে। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। যারা ভাল রীতি সার্ভিস করে তারা বাবার হৃদয়াসনে বিরাজিত হয়। সিংহাসনে বিরাজমান হয়। বাবা তো চাইছেন বাচ্চারা ভাল করে পড়াশোনা করে বাবার কাঁধে চেপে যাক। পরীক্ষা তো একটাই কিন্তু পদ মর্যাদায় কত ভ্যারাইটি রয়েছে । প্রতিটি ফুল নিজস্ব সুগন্ধ দিয়ে থাকে। কোনো কোনো ফুল দুর্গন্ধও ছড়ায়। কোনো বাচ্চারা আবার কামাল করে তাইনা । প্রেম আছে , মনোহর আছে , দিদি আছে .... এঁদের সবাই মহিমা করে। কারো আবার নাম নেওয়া হয়না। বাবাকে কত পরিশ্রম করতে হয় পতিতদের পবিত্র করা। বানরদের মন্দিরের যোগ্য করেন। সূর্য্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজা , প্রজা , গরীব , বড়লোক সবাই থাকে কিনা। পুরুষার্থ করে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্তি করতে হবে। নয়তো জন্ম-জন্মান্তরের জন্যে এইরূপেই রয়ে যাবে। তারপর আফসোস করতে হবে। বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা নেওয়া হয়নি । টিচার গুরু সবাই বলবে ফলো করো। এখানে পিতা টিচার এবং গুরু একজনই । সুপ্রীম ফাদার , সুপ্রীম টিচার , সুপ্রীম গুরুও তিনিই হচ্ছেন। তিনি নিরাকার হলেন নলেজফুল , ওনার কাছেই বর্সা প্রাপ্ত হয়। তিনি হলেন সর্বের সদ্গতি দাতা , সবাই তাঁরই উপাসনা করে। সাধু যারা সাধনা করে। তাহলে তারা কাউকে মুক্তি কিভাবে দেবে। বোঝানোর খুব ভাল যুক্তি চাই। প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন যারা করে তাদেরও কিছু কথা বুঝেই বলা উচিত । যাতে বলতে পারে এই প্রদর্শনী হল মানুষকে হীরের মতন তৈরী করার। এই প্রদর্শনী পরমপিতা পরমাত্মার নির্দেশ অনুযায়ী নির্মিত । উদ্ঘাটন এমন কাউকে দিয়েই করানো উচিত তারা যেন কিছু বোঝাতে পারে। একদিন বড়োজনেরা এসে তোমার কাছে বুঝবে। সন্ন্যাসী ইত্যাদিরাও আসবে। ঐ ড্রেস পরেই বসে বুঝবে। এখন বাবা নির্দেশ দেন মনমনাভব , বাবাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হবে। বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ।

বাবা বলেন আমি হলাম বৃহৎ গৃহস্থের মুখ্য কর্তা । সবচেয়ে বৃহৎ গৃহস্থ ধর্ম পালন আমিই করি। ড্রামায় আমার এমনই পার্ট রয়েছে । বাচ্চাদের উঁচু পদ প্রাপ্তিতে পরিশ্রম করা উচিৎ । পুরুষার্থ করে মাতাপিতার সিংহাসনে বিরাজিত হওয়া উচিত । আমরা হলাম শিববাবার সন্তান , অন্তরে এইরকম নেশা থাকা উচিত । আমরা কোনো অংশে বাবার চেয়ে কম যাব না । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) বাবা সম সত্যিকারের সেবাধারী হতে হবে। কারো সেবা নেবে না। আজ্ঞাকারী হয়ে থাকবে।

২) ড্রামায় যা সীন চলছে , সবই ঠিক। তাতে কোনোরকম সংশয় ক্রিয়েট করবেনা । নিজের জীবনকে হীরের মতন পরিবর্তন করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান --: বাবার সংস্কার গুলিকে নিজের সংস্কারে পরিণত করে ব্যর্থ বা পুরানো সংস্কার থেকে মুক্ত ভব।

ব্যাখ্যা : যে কোনো ব্যর্থ সঙ্কল্প বা পুরানো সংস্কার হল দেহঅভিমানের সম্বন্ধের থেকেই আসে, আত্মিক স্বরূপের সংস্কার হবে বাবার সমান। যেমন বাবা হলেন সর্বদা বিশ্ব কল্যাণকারী , পরোপকারী , দয়াশীল , বরদাতা ..... তেমনই নিজেরও সংস্কার এইরূপ ন্যাচারাল হবে। সংস্কার তৈরী হওয়া অর্থাৎ সঙ্কল্প , বাণী আর কর্ম স্বত:ই সেই অনুসারে চলা। জীবনে সংস্কার হল একটি চাবির মতো , যার দ্বারা স্বত:ই চলতে থাকে। তারপর আর পরিশ্রম করার দরকার পড়ে না ।

স্লোগান --: আত্মিক স্থিতিতে থেকে নিজের রথ অর্থাৎ শরীর দ্বারা যারা কার্য সম্পন্ন করে তারাই হয় সত্যিকারের পুরুষার্থী ।